দর্শনা শ্যামপুর গ্রামে মোয়াজ্জেম হোসেন কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে নতুন বই বিতরণ

দর্শনা শ্যামপুর গ্রামে মোয়াজ্জেম হোসেন কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের উদ্বোধন ও নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সকাল সাড়ে ৯টায় শ্যামপুর মোয়াজ্জেম হোসেন হাফিজিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা ও লিল্লাহ বোডিং এর আঙ্গিনায় কিন্ডার গার্ডেন স্কুলের উদ্বোধন ও নতুন বই বিতরণ করা হয়।

মাহবুব উল ইসলাম খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরন-আন থেকে তেলোয়াত করেন মাদ্রার ছাত্র জুনায়েত হোসেন। মাদ্রাসায় কোরান শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, ইংরাজী, অংক ও সমাজ বিজ্ঞানসহ সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হবে জানান কর্তৃপক্ষ।

অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানে বক্তব্য হাজী জাহিদুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের, মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওঃ হাফিজুর রহমান, হাজী মোঃ হাবিবুল্লা, হালসা কিন্ডার গার্ডেনের শিক্ষক সাইদুর রহমান, মোঃ কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্যামপুর জামে মসজিদের পেশ ঈমাম মাওঃ জুনায়েত হোসেন।

মেহেরপুরের শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের অত্যাচারের

প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের অত্যাচার ও নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেত গ্রামবাসীর সংবাদ সম্মেলন।

গতকাল শুক্রবার সকালে মেহেরপুর কমিিউনিট সেন্টার প্রাঙ্গনে ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা এই সংবাদ সম্মেলন করেন।

এ সময় গ্রামবাসীরা অভিযোগ করে বলেন, আব্দুল হান্নান একজন ভূমিদস্যু, সন্ত্রাসীর মদদাতা এবং অত্যাচারি প্রকৃতির লোক। সে গ্রামের শত শত লোকের ভূমি দখল করে রেখেছে এবং তার প্রতিবাদ করতে গেলে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি গৃহহারা ও সর্বস্বান্ত করার হুমকি দেয়। তার অত্যাচার থেকে গ্রামবাসী রক্ষা পেতে চায়।

মেহেরপুরে খাস জমি দখল পেতে প্রতিপক্ষকে রক্তাক্ত

সরকারি খাস জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে প্রতিপক্ষের হামলায় রক্তাক্ত জখম হয়েছেন শহিদুল ইসলাম (৫০) নামের এক দিন মজুর।

আহত শহিদুল ইসলাম বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

রবিবার (২১ আগষ্ট) দিবাগত রাতে সাড়ে ৯ টার দিকে প্রতিপক্ষ আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে তার ছেলে আল কাউছ সায়েম, আবু সালেহ, আমিরুলের অপর ভাই আজিজুল ও রুহুল লাঠি শোঠা ও ধারা অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। পরে মূমূর্ষ অবস্থায় শহিদুলকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

শহিদুল জানান, আমার কোনো জমি জায়গা নেই। তাই ৮ শতক সরকারি খাস জমি বন্দোবস্ত নিয়ে বসবাস করছি। আমাকে ওই খাস জমি থেকে বিতাড়িত

করতে প্রতিপক্ষ আমিরুল ইসলাম ষড়যন্ত্র করছে। এনিয়ে দেওয়ানী আদালতে একটি মামলা চলমান আছে। আদালত জমির উপরে না যাওয়ার জন্য তাদের নির্দেশও দিয়েছে। তারপরেও জমিটি দখল নিতে ওই পক্ষটি আমাকে বারবার মারধর করে আসছে। হুমকি ধামকি দিয়ে আসছে।

গতকাল তারা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে আমার উপর হামলা চালিয়ে মাথায় ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। আমার মাথায় তিনটা সেলাই হয়েছে। এছাড়া শরীরের বিভিন্ন স্থানে ফোলা জখমের ক্ষত রয়েছে।

এঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।